যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 23 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

চাকরি ফেরত চান জাতীয় ইউনিভার্সিটির ৪৭ জন

ঢাবি রিপোর্টার

জাতীয় ইউনিভার্সিটির চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ গতকাল শনিবার তাদেরকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানান। ২০০০ সালে জাতীয় ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগের পর ১৮ মাস চাকরি করার পর সরকার পরিবর্তিত হলে তারা চাকরিচ্যুত হন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০০০ সালে তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম সেকশন অফিসার, উচ্চমান সহকারী, নিম্নমান সহকারী, এমএলএসএস ক্যাটেগরিতে ৫১ জনকে নিয়োগ দেন। এ নিয়োগের পর পরই উপাচার্য হিসেবে তার ৪ বছরের মেয়াদ শেষ হয়। পরবর্তী উপাচার্য প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য দায়িত্ব পালনকালে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এতে চাকরিচ্যুত হন ৫১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। ওই সময় জাতীয় ইউনিভার্সিটির উপ রেজিস্টার চাকরি পুনর্বহালের প্রস্তাব দিয়ে ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে ২৫ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরবর্তীকালে হাই কোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হেরে যান। পদ খালি না থাকা সত্ত্বেও ৯০০ জনকে পরবর্তীকালে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন তৎকালীন নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার শমশের-উজ-জামান ওই নিয়োগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ যায়যায়দিনকে জানান, আওয়ামী লীগের ভিসি তাদের নিয়োগ দিয়েছে আবার আওয়ামী লীগের আরেক ভিসি বরখাস্ত করেছে। অন্যদিকে সরাসরি ঘুষ দাবির অভিযোগ যে শমশের-উজ-জামানের বিরুদ্ধে বারবার ফোন করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।